ঝিনাইদহে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুই দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে । আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

সকাল ১১ থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচীতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

সেসময় ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম আবু তৈয়েব জহুরুল আলম, এজিএম হাবিবুর রহমান, মাহবুব আলম, জুনিয়ার প্রকৌশলী রবিউল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তুষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বিনির্মাণে সকল বৈষম্য অবসান করার দাবী জানান। সেই সাথে সকল চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবীও জানান।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন

দুই দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ সোমবার (৩০

সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এ কর্মসূচী পালিত হয়।

সকাল সাড়ে ১১ থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচীতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

পল্লী বিদ্যুৎ এজিএম সদস্য মোঃ ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন,পল্লী বিদ্যুৎ ডিজিএম (কারিগরী) শ্যামল মল্লিক,পল্লী বিদ্যুৎ বামুদী জেনারেল অফিস জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সিদ্দিকুর রহমান, পল্লী বিদ্যুৎ লাইন টেকনিশিয়াল মোঃ রাহাজুল ইসলাম, লাইনম্যান (গ্রেট ২) মোঃ রাজিব আহমেদ, মিটার রিডার ম্যাসেঞ্জার মোঃ সাজন মোল্লা প্রমুখ।

এই সময় বক্তারা, গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তুষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বিনির্মাণে সকল বৈষম্য অবসান করার দাবী জানান। সেই সাথে সকল চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবীও জানান।

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় শিক্ষকরা মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করেছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা গেট প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্কুলের কয়েকশ’ শিক্ষক এ মানব বন্ধন কর্মসুচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তাগণ বলেন,আমরা প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকরা অবহেলিত। দেশে আজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হচ্ছে। আজকে আমরা যে

বৈষম্যের শিকার, বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই বৈষমের হাত থেকে মুক্ত করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন করতে হবে।

মানববন্ধন কর্মসুচী উপস্থিত ছিলেন সহকারি ইকবাল উদ্দিন আহম্মেদ, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজিব হাবিব,শান্তনু চক্রবর্তী, রবিউল ইসলাম, আনিসুজ্জামন, জহুরুল ইসলাম, আলিহিম গুরু, হাসানুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, রিজভী আহম্মেদ, তবিবুর রহমান প্রমুখ।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির

দাবি জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেন এর বহিস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে হাসপাতালের চিকিৎসক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

আজ বুধবার সকালে কর্মবিরতি দিয়ে হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিনিয়র চিকিৎসক আব্দুল হালিম, মেডিকেল অফিসার আরাফাত রহমান, খালিদ নাঈম, কানিজ ফাতেমা, জুই আক্তার, নাহিদ পারভেজ, সুবোধ রঞ্জন, সিনিয়র ল্যাব সহকারী টেকশিয়ান তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, হিসাব সরকারী থেকে সহকারী পরিচালক হওয়া মিলন হোসেন হাসপাতালের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে প্রমাণসহ অভিযোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দুর্নীতিবাজ মিলনের বহিস্কার দাবী করেন তারা। তা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় কর্মসূচী থেকে।

ঝিনাইদহে বিদ্যুতের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চাকুরীর বয়স শিথিল করে শূন্য কোঠায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক স্থায়ীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কর্মবিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি অফিসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, মশিউর রহমান, টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আমির হোসেন, মিঠু শেখসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকুরী স্থায়ী করছেন না। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। তাদের চাকুরী স্থায়ী করণের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলেও হুশিয়ারি দেন । এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জেলার বিদুৎ গ্রাহকদের।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জাতীকরণ দাবীতে শিক্ষক পরিবারের মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বৈষম্য দুরিকরনে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ, জাতীয়করণের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন ও স্বরকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক।তিনি বলেন সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুলে যে ভাবে লেখাপড়া করান হয়, সেভাবে কিন্ত সরকারি স্কুলে হয় না, তারপরও এই সব শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার, আজ একই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ মানব বন্ধন ও স্বারক লিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করেছে। আমাদের পার্শবতি দেশ ভরতে শিক্ষকদের জাতীয়করন করা হয়েছে, আমাদের প্রতিটি স্কুলে যে ফিসের টাকা আদায় হয় এবং অন্যান্ন খাতে যে টাকা আয় হয় সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা করলে শিক্ষকদের দাবি পুরন করতে সরকারকে আলাদা টাকা খরচ করতে হবে না, যদি হয় তা যতসামান্ন। তাই শিক্ষক বৃন্দের দাবি সময়োপযোগী দাবি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা মহদয়কে মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রধান শিক্ষক আবু তৈয়বের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর, প্রধান শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মনিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ, প্রধান শিক্ষক আবরদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক বিপ্লব প্রমুখ।

৩ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বেসরকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিবারের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারা অংশ নেয়। মানববন্ধনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিন, শিক্ষক নেতা আব্দুস সাত্তার, রুহুল আমিন, লিয়াকত আলী, সাথী খাতুন, আলমগীর হোসেন, সাবদার আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, শিক্ষায় বৈষম্য দুর করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান। সেই সাথে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখারও আহ্বান জানান।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা সচিবের বরাবর তাদের ৩ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি পেশ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও

স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয় করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হকের

সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আহবায়ক পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল হক, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারিক, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মুজাফফর রহমান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠির সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন মুক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন।